(যেমন দেবা, তেমনি দেবী)

(মালা মুখার্জ্জী), (নিউঅরলেন্স)

রাম- সীতা, সীতা, সীতা, কোথায় রে বাবা, মড়ে গেল নাকি, এই ,যাতো, মা কে ডাক।

বিলে- মা- আ-আ,মা-আ-আ, ওমা-আ-আ, বাবা ডাকছে।

রাম- বসে, বসে খাওয়া আর টিভি দেখা, মা কে ডাকতে
বোললাম আর তুই কিনা এখানে বোসে বোসেই ডাকতে শুরু কোরলি।

বিলে- বা, রে তুমিও তো এখানে বসে বসেই ডাকছো।

রাম- আবার মুখে মুখে কথা বলা হচ্ছে।---

(গাড়ী থামার আওয়াজ)

বিলে- ওই তো মার গাড়ী থামল।

(সীতার প্রবেশ)

রাম- বলি কোথায় টো,টো কোরছিলে হে ,গতকালই গ্যাস ভোরেছি
আজ বোধ হয় ফুতুর কোরে এলে?

(সীতা ছেলেকে বোলবে)

সীতা- যা তো বাবা গাড়ি থেকে বাজার গুলো নিয়ে আয়, আর একজন তো মুখেই মারিতম্ জগৎ, ঘরে যে তোমার উদর পূর্তির জোন্যো দুধ, সিরিয়াল ,কলা কিছু নেই সে খেয়াল আছে।

রাম- আবার **GROCERY!** কালকেই তো করলে?

সীতা- গত সপ্তাহ যদি তোমার কাছে গতকাল হয় তাহলে আমার বলার কিছু নেই।

রাম- তা বাজারে **PAY** করলে কী দিয়ে ?

সীতা- কেন? **CHARGE CARD** দিয়ে **PAY**করেছি।

রাম- সর্বনাশ করেছে রে, এবার আমাকে তোমার কাছ থেকে
CHARGE CARDটা কেড়ে নিতে হবে।

সীতা- দেখ, বাজে কথা বোলবে না, **CARD** এ **50 DOLLAR LIMIT**
করে রেখেছ, এর বেশী খরচা হোলেই আমার ট্যাঁকশাল থেকে টাকা যায়, তা তুমি কি **CARD** টা কি **SHOW CASE** এ সাজিয়ে রাখার জন্য নিয়েছো?

রাম- মাথার ঘাম পায়ে ফেলে যদি রোজগার কোরতে হতো,
তাহলে তোমার ঐ লম্বা চওড়া বাত বন্ধ হয়ে যেত।
প্রত্যেক মাসেই আমি **k-mart**, নয় **wal-mart** ,**k-mart**, নয় **wal-mart** , এর **bill pay** করতে করতে তোধামোধা খেয়ে যাচ্ছি। ঐ বিল যদি তোমাকে **PAY** করতে হত তাহলেই বোঝা যেত তোমার কেরামতি।

সীতা- ও! এখনো আমার কেরামোতি তোমার বোধোগম্য হয়নি,
বলি তোমার মত ধেঁড়ে খোকাকে মেরামতি করতে গিয়ে আমার রূপ,গুন সব খতম হোয়ে গেল,
আবার বলে কিনা **CHARGE CARD** এর **BILL** দেব ,ঘোড়ার ডিমে দব। জুতো সেলাই থেকে চন্ডি পাঠ কি বাদ গেছে আমার জীবন থেকে, কষ্ট করে দোকানে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে রোজগার করতে করতে আমর পা গেল, কোমর গেল,তার ওপর ছেলের তদারকি, বুড়ো ধামের তদারকি, কি পেলাম জীবনে।

রাম- কেন! আমার মত রাজকুমারকে পেয়েও তোমার শান্তি হলনা?
সীতা- রাজকুমার না লবকুমার, খালি নিতে জান কিছু দিতে জাননা।
এই যে বিবাহ বার্ষিক, **mother's day** যায় কি দাও আমাকে?
রাম- কেন! আমি কি তোমার ছেলে? যে, **mother's day** তে তোমাকে **GIFT** দেব। কি রকম বায়না দেখ! আবার **father's day** তে **gift** টাও আমার পয়সায়তেই কেনা হয়,আর বিবাহ বার্ষিক, সে তো তোমার আমার দুজনেরি, তুমি আমাকে বিয়ে করেছ আর আমি তোমাকে বিয়ে করেছি, ওহে! আমার সোনা,সোনা,চাঁদের কনা ধেঁড়ে খুকি, **GIFT** টা তাহলে আমাকে দিতে হবে কেন?
তুমিওতো দিতে পার ?
সীতা- কারন, তুমি আমার থেকে বয়সে বড়, আর বড়রা যেটা শুরু করে
ছোটোরা সেটা **FOLLOW** করে ।
রাম- তুমি কেন উকিল হলেনা গো? বাপরে বাপ কি মুখরা মেয়ে, কথার পৃষ্ঠে কথা ঠিক রেডি।

সীতা- যাও তো যাও, কথা না বাড়িয়ে উচ্ছের বিচীগুলো ছাড়িয়ে দাও।
রাম- বাড়ীর যত কঠিন কাজ সব আমাকে করতে হয়।
সীতা- উঃ! যতো কঠিন কাজ উনি করেন।
রাম- করিনা!করিনা! তুমি আমাকে বলোনা ,এই শোনো আমার শাড়ির কুঁচীটা একটু পাটে, পাটে, ধরে ঠিক করে দাওতো, লঙ্কার বোটা ছাড়িয়ে দাও, আলুর ছাল ছাড়িয়ে দাও এসব বলনা?
সীতা- কারন ঐ ছাল ছাড়ানোর কাজটাই তুমি ভাল পার।
রাম- তার মানে!
সীতা- মানে খুব সহজ। গাড়ী চালানোর সময় তোমাকে যত লোক ওভারটেক করার চেষ্টা করে, তাদের তুমি হম্বিতম্বি করে বলনা,শালা! ঢুকে দ্যাখ আমার **LANE** এ তোর দাঁত ফেলে দেব, ছাল ছাড়িয়ে ডুগডুগি বাজাব বলনা? **(phone ring** হবে এপাশ থেকে সীতা বলবে **) HELLO !**
কে পিলুদি, হ্যা, বলো কি খবর।
পিলুদি কী, ব্যাস্ত ?
সীতা- না, না, তেমন কিছু নয়।
পিলুদি শোনো সামনের **weekend** এ অর্থাৎ শনিবার আমাদের বাড়ীতে জন্মাষ্টমীর জন্য গীতা পাঠ হবে, তোমরা কি আসতে পারবে।
সীতা- ও! তাইনাকি শনিবার জন্মাষ্টমী পড়েছে, এক সেকেন্ড ধর ওকে একটু
জীজ্ঞাসা করি, রামু, এই রামু, শুনছো? তুমি কোথায়?
রাম- কেন? আমি **BATHROOM** এ।
সীতা- শনিবার কি তোমার কাজে যেতে হবে?
রাম- কেন? কোনো নিমন্ত্রন পাওয়া গেছে নাকি?
সীতা- হ্যা, পিলুদির বাড়ীতে।

রাম- তাহলে কিছুনেই **FREE** আছি, যাক শালা! রোজ ঐ উচ্ছের চচ্চড়ি, বেগুনের ভরতা আর পালং শাকের **SOUP** খাওয়ার হাত থেকে একদিন বাঁচা যাবে।
সীতা- হ্যাগো পিলুদি, আমরা **FREE** আছি, কিছু **HELP** লাগবে?
পিলুদি তাহলে তুমি কি পঁচাত্তরটা **VEGETABLE** চপ করে আনতে পারবে?

সীতা পঁচাত্তরটা VEGETABLE চপ! আ-আ-আ আচ্ছা! ঠিক আছে,শনিবারদেখা হবে, OK BYE,(PHONE RECEIVER টা রেখে ভেঙ্গিয়ে)-পঁচাত্তরটা চপ করে আনতে পারবে?এইযে রামুবাবু যাও পঁচাত্তরটা VEGETABLE চপের জন্য বাজার করে নিয়ে এস।

রাম- মামদোবাজি পায়া হ্যায়,ওনার বাড়ীর PARTY তুমি চপ করবে, সেতো উনি খরচা দেবেন।

সীতা- এটা POT LUCK PARTY.

রাম- চালাকি পেয়েছ, এক তারিখে তোমার হাতে সংসার খরচের জন্য 150 ডলার দিলাম, আজ দশ তারিখ সংসারের টাকা সব গেলো কোথায়।।

সীতা- এটা আমাদের সংসারের বাইরে,পিলুদির সংসারে সুতরাং ওটা তোমার খরচ।

রাম- কিসের নিমন্ত্রন? মানে occation টা কি?

সীতা- শনিবার জন্মাষ্টমী উপলক্ষে সকলের মঙ্গলের জন্য ওনার বাড়ীতে গীতা পাঠ হবে। তাই POTLUCK PARTY হচ্ছে।

রাম- গীতা পাঠ! তাহলে আমি যাচ্ছিনা,যেথায় কৃষ্ণ সেথায় রাম নেই। বেটা কুঁচুটে ,অর্জুনকে মহাভারতের যুদ্ধে আত্মীয় স্বজনকে খুন করার কুবুদ্ধি দিচ্ছে,তাই শুনতে তুমি যাবে?

সীতা- ছি!ছিছি-ছিছি-ছি! আমি রোজ সকালে উঠে কৃষ্ণের অষ্টতর শতনাম করতে করতে বলি, আজ যেন ভালোয় ,ভালোয় দিনটা যায়। আর তুমি কিনা কৃষ্ণের নিন্দে করে আমার সংসারে পাপ ঢোকাচ্ছো, আমার প্রার্থনার জোরে বেঁচে আছ নইলে কবেই অক্কা পেতে।অনেক সহ্য করেছি, ভগবানের নামে যে কুৎসা রটাতে পারে সে আমাকেও খুন করতে পারবে,আমি কালই তোমাকে DIVORCEকরবো।

রাম- এইসব হচ্ছে গীতার ফল। হারামজাদা, কুঁচুটে,কেলেমানিক টা একেবারে ছোট্টো থেকে হাড়ে বজ্জাত, নিজের মামিমাকে মামার থেকে ছিনিয়ে নিয়ে কদম তলায় বেলেল্লা পানা করে বেড়ালো,আর দেশশুদ্ধ লোক জয় রাধেগোবিন্দ করে করে মোলো।ঐ কৃষ্ণের প্রভাবই তোমাকে DIVORCE করার কথা মাথায় ঢুকিয়েছে। যাও DIVORCE করবে? তো, DIVORCE কর। আমিও তোমার অশান্তি থেকে বেঁচে যাই।

সীতা- আজ্ঞে SIR, আর বাঁচতে হবেনা, খোরপোশ দিতে দিতে যখন ওজন পঞ্চাশ পাউন্ডে দাঁড়াবে,তখন বুঝবে, কত ধানে কত চাল।

রাম- খোরপোশ! খোরপোশ! কে দেবে?

সীতা- কেন? তুমি দেবে।

রাম- সেগুড়ে বালি, আমি দেব, তোমাকে খোরপোশ, ওহে, বলি এটাকি তুমি INDIA পেয়েছ? যে, বৌ রোজগার করলে তার টাকাটা তারই থাকবে আর স্বামীর টাকাটা হারামের টাকা হবে। ও সব একতরফা বিচার এখানে হয়না,THIS IS AMERICA এখানে নারী পুরুষ সমান সমান। আর তোমার বড়লোকি চালের ভরণ পোষন রক্ষা করতে গিয়ে আমার এক কানা কড়িও BANK এ জমেনি।JUDGE এর বিচারে তোমার BANK জমানত থেকে আমিই খোরপোশ পাব আর পা এর ওপর পা তুলে খাব, আর বাড়ীটা ভাগা ভাগী হয়ে (গান করে)--

এই ঘরে আমি, আর ঐ ঘরে তুমি,
মাঝখানে ছেলেপুলে, হাবুডুবু খায়।

বিলে- মা খীদে পেয়েছে।

সীতা- তোর তো খাবার কথাটা সব সময় মনে থাকে, SCHOOL এর PROJECT টা শেষ হয়েছে?

বিলে- না! হয়নি।

সীতা- হতচ্ছাড়া ছেলে, কাল তোর PROJECT DUE ,এখন প্রায় রাত দশটা বাজে, সারাদিন করলিটা কি? দাঁড়া তোকে মেরে আমি-

বিলে- কি করবো বাবা HELP করেনি,বসে বসে খেলা দেখছিল।

সীতা- যেমন তুই তেমনি তোর বাপ, বলি, তুমি কি হাড়ে বজ্জাত লোক গো! কাল ওর PROJECT DUE আর তুমি HELP করলেনা।

রাম- PROJECT এ আমি HELP করার কে হে,ওটা মেয়েলি কাজ।

সীতা- WHAT DO YOU MEAN BY মেয়েলি কাজ?

রাম-_ ওতে বলেছে রান্নার RECIPE লাগবে, আর কিসব হ্যানা ত্যানা।

সীতা- কেন! খানিক আগেই তো বুকনি মারছিলে, AMERICA তে নারি,পুরুষ নাকি সমান সমান।

রাম- হ্যা, বলেছি, আর সঠিক বলেছি।

সীতা- ঠিক বলেছ মানে? তুমি না! তুমি না! একটা HYPOCRITE .

রাম- এটা আমি AMERICA তে আমার বাড়ীর ভেতর বসে বলছি, কারন বাড়ির ভেতর আমরা ভারতীয় খাবার খাই,আচার আচরণ সবই ভারতীয়, তাই বাড়ীর ভেতর যা ঘটবে সবই ভারতীয় মতে চলবে।

সীতা- ঠিক আছে বাড়ীর বাইরে আমিও AMERICAN LADY হয়ে যাব।রোজ যতক্ষন বাড়ীর বাইরে থাকবো একটার পর একটা CIGARETTE খাব, মদ গিলব।

রাম- তাহলে তো আমি বেঁচে যাই, আমার CIGARETTE ফোঁকা নিয়ে তোমার আর মুখ ঝামটা শুনতে হবেনা।

সীতা- শুধু CIGARETTE কেন,এবার ওদের মত বেলাল্লাপানাও কোরবো।

রাম- তাহলে তো সোনায় সোহাগা, তোমার সাথে ঘর করতে করতে আমিও BORE হয়ে যাচ্ছি,আমারো একটা CHANGE দরকার। ওঃ! কি নিদারুন লাগছে,কানের কাছে আবার নতুন করে যেন সানাইয়ের আওয়াজ শুনতে পারছি।

ভগবান তুমি যগে যুগে দুত,
পাঠায়েছ বারে বারে,
এই দয়াহীন সংসারে।।

সীতা- রাম তাহলে এখন কলির কেষ্ট হবেন।

রাম- আমার এখন রাধিকা দরকার,কারন বেলেল্লাপানার জন্য সীতাকে যে পাতালে প্রবেশ করতে হবে।

সীতা- দাঁড়াও এবার,শুধু পাতাল কেন,স্বর্গ, মর্ত সারা পৃথিবীকে তোমার ব্যাপারে সজাগ করবো।

রাম- আর তুমি কি ভেবেছ,আমি চুপ করে বোসে থাকব।

সীতা- PHONE টা কোথায়রে, PHONE টা দেতো,আমি পিলুদিকে সব বোলবো।

রাম- ভালইতো,তোমার পিলুদি এবার আমাদের সংসারকা কাহানী একটা,একটা করে PILL করে বঙ্গ ললনাদের GOSSIP করার খোরাক জোগাবে, তারপর তুমি যদি সবার কাছে নাকে কাঁদ, এই জান, পিলুদিটা না কি পাজি,এই বলেছে,সেই বলেছে,তখন আমিই ঐ পিলুদির পাশে PILLER হয়ে দাঁড়িয়ে ওনাকে অনড়ভাবে SUPPORT কোরবো।

সীতা- তুমি হোচ্ছো ঘর জ্বালানী, পড় ভোলানি,হতচ্ছাড়া,পাজি,বদমাশ,

এর একটা বিহিত হওয়া দরকার। আমি এক্ষুনি 911 CALL করে বলবো ,তুমি আমাকে MENTAL ABUSE কোরছো।

(কথাটা শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গেই দরজায় বেলের আওয়াজ কয়েকবার হতেই), দেখতো বিলু এই আসময়ে আবার কে এল।

(বিলু গিয়ে দরজা খুলতেই শাঁখ ও উলু ধ্বণী সহ পিলুদির সাথে প্রচুর বাঙ্গালীদের প্রবেশ)

পিলুদি কীরে তোর মা,বাবা কোথায়?

বিলে- ওরা FIGHT কোরছে।

পিলুদি সেকিরে এই শুভদিনে FIGHT কিসের?

রাম- আরে তোমরা কি ব্যাপার।

(সব বাঙ্গালীরা একসাথে বোলবে HAPPY 25TH ANNIVERSARY)

ওমা! তাইনাকি, আজ আমাদের ANNIVERSARY, আমি তো একদম ভুলেই গেছি।

সীতা- আমি কিন্তু একদম ভুলিনি , কি গো, ANNIVERSARY তে তুমি যে বলে ছিলে আমাকে হীরে দেবে।

রাম- তোমাকে তো আমি সেই কবেই হীরে দিয়ে দিয়েছি।

সীতা- সেকি! কোথায়!

রাম-_ আয়তো বাবা বিলে আমাদের হীরের টুকরো।--- (বিলে কে সীতার কাছে ঠেলে দিয়ে) এই নাও তোমার হীরে।---(সবার হাসি)

সমাপ্ত